যায়যায়দিন

তারিখ .. 0 8 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭ ....

গোলটেবিল বৈঠকে ড. কামাল

ক্ষমতার লড়াইয়ে ইউনিভার্সিটি বন্ধ করার রাজনীতির প্রয়োজন নেই

যাযাদি রিপোর্ট

রাষ্ট্রীয় অবহেলা ও নীতিহীনতার কারণে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটেছে। জাতীয় পর্যায়ে বড় পরিবর্তন আনতে না পারলে শিক্ষার পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। শিক্ষার মানের কোনো বালাই নেই অথচ ইউনিভার্সিটি এমনকি সচিবালয়ে পাইকারি হারে দেখা যাচ্ছে পিএইচডি ডিগ্রি। অন্যদিকে বৈষম্য দূর করায় কথা থাকলেও বিভিন্ন ধারা সৃষ্টি করে শিক্ষাকে ব্যবহার করা হচ্ছে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে। বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠলেও ইউনিভার্সিটির অবক্ষয়ের জন্য ৭৩-র অধ্যাদেশকে দায়ী করা যাবে না কারণ বুয়েটসহ যেসব ইউনিভার্সিটি ৭৩-র অধ্যাদেশে চলে না তাদের শিক্ষারও অবক্ষয় ঘটেছে।

গতকাল শুক্রবার পিআইবিতে শিক্ষা-শিক্ষার্থী ও প্রত্যাশা শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ কথা বলেন। সেবা বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

সাবেক উপদেষ্টা ও জাবির সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন, বুয়েটের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আতিউর রহমান, সৃজনের সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, সেবা বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শওকত আরা হোসেন, নির্বাহী পরিচালক এম সাইদুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান ও বুয়েটের প্রফেসর ড. আবদুর রহিম, সাখাওয়াত হোসেন খান, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা প্রমুখ।

পৃষ্ঠা ১১ ক ৭

ক্ষমতার লড়াইয়ে ইউনিভার্সিটি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ড. কামাল হোসেন বলেন, শিক্ষার মধ্যে নৈতিকতাবোধ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। রাজনীতি আজ সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। বাইরের ক্ষমতার লড়াইয়ে ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দেয়ার যে রাজনীতি চলছে তার প্রয়োজন নেই। শিক্ষকদের চিন্তাশক্তি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবহার হচ্ছে। তিনি বলেন, সবকিছুর মূলে হলো মূল্যবোধ। আর শিক্ষার মানের ওপর মূল্যবোধ নির্ভর করে। আজকাল ইউনিভার্সিটি থেকে সচিবালয়ে পাইকারি হারে পিএইচডি দেখা যাচ্ছে। ষাটের দশকে যারা রাজনীতি করতো তাদের মধ্যে মূল্যবোধ ছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় সাড়ে ২৯ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মূল্যবোধ আছে বলে ড. কামাল বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার মান, চরিত্র ও নৈতিকতার ঘাটতি আছে কি না সেটা দেখতে হবে।

প্রফেসর কায়কোবাদ বলেন, সমাজের সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। শিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটাতে হলে স্বচ্ছতা লাগে।

ড. আতিউর রহমান বলেন, সময় ও বিষয়ের দিক থেকে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। এটা সুনামির চেয়েও ভয়াবহ। শিক্ষার আয়তন বেড়েছে কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান বাড়েনি। সমাজের বিভাজন ও বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে শিক্ষা।

সভাপতির বক্তব্যে প্রফেসর ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটে যাওয়া জাতীয় জীবনে বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার সমতুল্য। স্বাধীনতার পর পরই শিক্ষাঙ্গনে দুর্বৃত্তায়ন শুরু হয়েছে। ইউনিভার্সিটির ভিসিদের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই কারণ তার কথা ছাত্রনেতারা শোনে না। তিনি বলেন, অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষকতার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।